30/40
Evaluated

PROJECT OF HISTORY :2023

ARCHITECTURE OF THE MIDIEVAL CITY OF GOUR : A REVIEW.

SUBMITTED BY

AKASH GUPTA

B.A SEMESTER: (VI)

ROLL: 0720HISH NO: 0141

REG: 071-1115-0141-20

SESSION :2020-2021 PAPER: SEC-2

SUPERVISED BY

ANIRUDHA MAITRA

ASSISTANT PROFESSOR DEPARTMENT OF HISTORY .

DEWAN ABDUL GANI COLLEGE

HARIRAMPUR, DAKSHIN DINAJPUR

27-6-23

(সূচিপত্র)

গৌড়ের স্থাপত্য শিল্প: একটি পর্যালোচনা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

1. ভূমিকা
2. গৌড়ের স্থাপত্য শিল্পের একটি ধারণা
3. স্থাপত্য করনের বিবরণ
    a. মসজিদ
    b. তোরণ
    c. প্রতিরক্ষা প্রাচীর
4. উপসংহার
5. ম্যাপ, চিত্রাবলী

- **কৃতজ্ঞতা স্বীকার :~** দেওয়ান আব্দুল গনি কলেজের পক্ষ থেকে ইতিহাস বিভাগের তৃতীয় বর্ষের সমীক্ষার জন্য আমাদের গৌর ও ভ্রমণের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়! দিনটি ছিল ২০ মে ২০২৩ ! সকাল 9 টায় আমাদের গাড়ি কলেজে এসে উপস্থিত হয় ও মোটামুটি 9টা 30 নাগাদ তার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে ! আমাদের বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৩ জন এবং ইতিহাস বিভাগের ৩ জন শিক্ষক !আমরা সকলে মিলে ঐতিহাসিক ভ্রমণে যাই ! আমরা মোটামুটি ১১ টা নাগাদ গৌড়ে উপস্থিত হই ! এরপরই শুরু হয় আমাদের ঐতিহাসিক ভ্রমণ ও পর্যবেক্ষণ! আমরা প্রায় গৌড়ের সমস্ত নির্দেশ স্থাপত্য ও ঐতিহাসিক জায়গা পরিদর্শন করি ! এরপর বাড়ির দিকে যাত্রা শুরু করি ! প্রায় ২টো নাগাদ আমরা সবাই মিলে হোটেলে খাওয়া দাওয়া করি ! শেষ পর্যন্ত আমরা বিকেল ৪টায় ৩০ বাড়িতে পৌঁছায়! এর জন্য আমি আমাদের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক ও কলেজের কর্তৃপক্ষের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ।

ভূমিকা:-

আমরা দেওয়ান আব্দুল গনি কলেজ বি.এ তৃতীয় বর্ষের vi সেমিস্টারের সকল ছাত্র-ছাত্রীরা আমাদের সিলেবাসের নির্ধারিত পাঠসূচি অনুযায়ী ভ্রমণ প্রকল্পকে সম্পূর্ণ করার জন্য ঐতিহাসিক স্থান মালদা জেলার অন্যতম দর্শনীয় স্থান গৌর কে বেছে নিলাম। কলেজ কর্তৃপক্ষ ও ইতিহাস বিভাগের স্যারদের সহায়তায় ২০/০৫/২৩ তারিখে গৌড় রাজ্যের স্থাপত্য গুলি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে পৌঁছালাম। গৌড় রাজ্যে প্রবেশ করার পর আমরা রামকেলি থেকে নিয়ে কোতোয়ালি দরওয়াজা পর্যন্ত যতগুলি মসজিদ এবং স্থাপত্য আছে তার সবগুলোই পরিদর্শন করলাম এই গৌর রাজ্যের স্থাপত্য নিয়ে আমি একটি প্রকল্প রচনা করব। আমার প্রকল্পের নাম হল 'গৌড়ের স্থাপত্য শিল্প: একটি পর্যালোচনা'।

গৌড় বাংলার এককালীন রাজধানী এবং অধুনা ধ্বংসপ্রাপ্ত যার অবস্থান বর্তমান ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে। এটি লক্ষণাবতি বা লক্ষ্মনৌতি নামেও পরিচিত প্রাচীন এই দুর্গ নগরীর অধিকাংশ পড়েছে বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মালদা জেলায়। এবং কিছু অংশ পড়েছে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়। শহরটির অবস্থান ছিল গঙ্গা নদীর পূর্ব পাড়ে রাজমহল থেকে ৪০ কি. মি ভাটিতে এক মালদার ১২ কি. মি দক্ষিণে। তবে গঙ্গানদির বর্তমান প্রবাহ গৌড় এর ধ্বংসাবশেষ থেকে অনেক দূরে।

গৌড় প্রাচীন বাংলার এক সমৃদ্ধশালী জনপদ। তৎকালীন বঙ্গদেশের রাজধানী গৌড় তার পোড়ামাটি ও লাল ইতের স্থাপত্য ের রংবেরঙের মিনা করা টালির কাজে ধরে রেখেছে কয়েকশো বছরের সময়ের স্মৃতি। বহু রাজবংশের উত্থান পতনের নিরব সাক্ষী গৌড় আজ বাংলার পর্যটন মানচিত্রে খানিকটা দুয়োরানির আসনে সময়ের ঝড়ে আর রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আগের জৌলুষ হারিয়েছে অনেকটাই। তবুও ইতিহাসের টানে প্রতিবছরই দেশ-বিদেশ থেকে প্রচুর মানুষ আসেন গৌড় ভ্রমনে। শোনা যায় একসময় গুড়ের ব্যবসার জন্য এই জনপদ ছিল বিখ্যাত আর সেই থেকেই গৌড় নামটা এসেছে। আবার পুরান বলে সূর্যবংশীয় রাজা মান্ধাতার দৌহিত্র গৌড় এই অঞ্চলের অধীশ্বর ছিলেন সেখান থেকেই এই নামকরণ। ঐতিহ্যবাহী এই জনপদের বেশিরভাগ অংশ এখন পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার অন্তর্গত, বাকি অংশ পড়েছে বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগের চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায়।গৌড়ের অবস্থান ছিল এখনকার মালদা জেলার দক্ষিণে গঙ্গা ও মহানন্দা নদীর মাঝখানে। প্রায় কুড়ি মাইল লম্বা ও চার মাইলপ্রস্থ নিয়ে গড়ে ওঠা সেকালের গৌরনগরের প্রবেশের মূল দ্বরণটি পরিচিত ছিল কোতোয়ালি দরওয়াজা নামে যা এখন ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমানার সীমান্তবর্তী চেকপোস্ট ।

Page No-2

গৌড়ের স্থাপত্য শিল্পের একটি ধারণা:-

_____মালদাহ/মালদা এই নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে গৌড় নামটি এসে যায় । এই নামটি সর্ব জনমান্য ব্যাখ্যা নেই। পুন্ড্র বর্ধন আধুনিক পান্ডুয়া বরেন্দ্রভূমির একটি বিশিষ্ট স্থানের নাম। তবে সমগ্র উত্তরা পথের এক ব্যাপক নাম গৌড় খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ পরাশর খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে গৌর রাজ্যে উল্লেখ করেছে। কলহনের রাজতরঙ্গিনী তে জানা যায় যে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে গৌড় নামক ভূখন্ডে রাজধানীর নাম ছিল পুন্ড্র বর্ধন। গৌড় বা গৌড় দেশের অবস্থান যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে, তবে বর্তমান মালদা জেলায় অবস্থিত প্রাচীন গৌড় মহানগরের ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি আজও তার স্মৃতি ও নিদর্শন বহন করেন। তাই মোটামুটি এই জেলা এবং তার পার্শ্ববর্তী জেলা সমূহের কিয়াংশ নিয়েই প্রাচীন গৌড় রাজ্য প্রথমে গঠিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়।।

গৌড় বাংলার এককালীন রাজধানী এবং অধুনা ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি নগর যার অবস্থান বর্তমান ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে। এটি লক্ষণাবতী নামেও পরিচিত। সেম সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনের আগে গৌর অঞ্চলটি পাল সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল এবং সম্ভবত রাজা শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ ছিল এর প্রশাসনিক কেন্দ্র। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ যুগে পাল বংশের রাজাদের সময় থেকে বাংলার রাজধানী ছিল গৌড়। ১১৯৮ সালে মুসলমান শাসকেরা গৌড় অধিকার করার পরেও গৌড় ই বাংলার রাজধানী থেকে যায়। অনুমান করা হয় ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে এটি বিশ্বের অন্যতম জনবহুল শহর হিসেবে পরিচিত ছিল।

গৌড়ে স্থাপত্য কীর্তি গুলির মধ্যে বড় সোনা মসজিদ বা বারদুয়ারি সবথেকে বড়। এর উচ্চতা ২০ ফুট, দৈর্ঘ্য 168, প্রস্থ 76 ফুট। গৌড় দুর্গে প্রবেশের প্রধান তার দাখিল দরওয়াজা। এই দরজার দুপাশ থেকে ধনী করে সুলতান ও উদ্বোধন রাজ পুরুষের সম্মান প্রদর্শন করা হতো। কোতোয়ালি দরওয়াজা থেকে এক কিলোমিটার উত্তরই রয়েছে লোটন মসজিদ। ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুবেদার শাহ সুজা গৌড় দুর্গে প্রবেশ করার জন্য লুকোচুরি দরজাটি তৈরি করেন। লুকোচুরি দারওয়াজা দিয়ে গৌড় দুর্গে ঢোকার পর ডান দিকে রয়েছে কদম রসুল সৌধ। এক গম্বুজ বিশিষ্ট চিকা মসজিদের স্থাপতি ১৪৫০ সালে তৈরি। কথিত আছে সম্রাট হোসেন শহর এটিকে কারাগার হিসেবে ব্যবহার করতেন। স্থাপত্যটির ভিতরের দেয়ালে অনেক হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি রয়েছে

page 150-3

স্থাপত্যকরণ এর বিবরণ:

চিএ নং ১ রামকেলি গ্রাম

সম্ভবত ১৫১৫ সালের জুন মাসে শ্রীচৈতন্য গৌড়ের রামকেলি গ্রামে আসেন। গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের মন্ত্রী সাকর মল্লিক ও প্রধান মুনশি দবীর খাস বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। পরবর্তী কালে এর দু'জন রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। রামকেলি গ্রামে শ্রীচৈতন্যের সেই পদার্পণের স্মরণে প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তিতে এক মহামেলার আয়োজন করা হয়, যা রামকেলির মেলা নামে পরিচিত। এটাই মালদা জেলার সব চেয়ে বড় ও প্রাচীন মেলা। বর্তমানে একই সঙ্গে শ্রীশ্রী মদনমোহন জিউ-এর বার্ষিক উৎসবও পালিত হয়। পঞ্চরত্ন মন্দিরে মহা ধূমধামে মদনমোহন ও রাধারানির পুজো হয়। মদনমোহন মন্দির ছাড়াও বেশ কিছু স্থায়ী ও অস্থায়ী আখড়া ঘিরে জমে ওঠে পনেরো দিনের মেলা। সেখানে পূজার্চনার পাশাপাশি চব্বিশ প্রহর কীর্তনের আসর বসে, কোথাও বা বাউল। এই কীর্তন যেমন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধন ভজনের মাধ্যম, তেমনি পদাবলি সাহিত্য ও কীর্তন বঙ্গে সংস্কৃতির এক ঐতিহ্যশালী উপাদান। শহরে আজ ব্রাত্য হলেও গ্রামবাংলার সংস্কৃতিতে যাত্রাপালার সঙ্গে আজও টিকে আছে কীর্তন। আর কীর্তন এই উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ।

মালদা শহর থেকে দূরত্ব মাত্র দশ কিলোমিটার হলেও এ মেলা সম্পূর্ণ গ্রামীণ মেলা। গ্রামের মানুষদের চাহিদা মেটাতে তাদের পছন্দসই সম্ভার নিয়ে ব্যবসায়ীরা হাজির হন ব্যারাকপুর, বহরমপুর, কলকাতা থেকে। একধারে থাকে ভেড়ার লোমের আসন আর পশমের ছোট বাজার পশমশিল্পী ও ব্যবসায়ীদের। মেলে শীতলপাটির খোঁজও। যে হেতু মালদা জেলার গ্রীষ্মের মেলা, তাই আম এই মেলার অন্যতম আকর্ষণ। দুই দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদ ছাড়াও ভক্ত দর্শনার্থী আসে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, বীরভূম, নদিয়া থেকে। আসে সীমানা পেরিয়ে বাংলাদেশের মানুষ। অবাঙালি দেহাতিও থাকে প্রচুর। জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির আগেই বর্ষা এসে যাওয়ায় বৃষ্টি ও কাদা এই মেলার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তবু প্রতি বছর লাখো মানুষের ভিড়ে জমে ওঠে মেলা।

page 1504

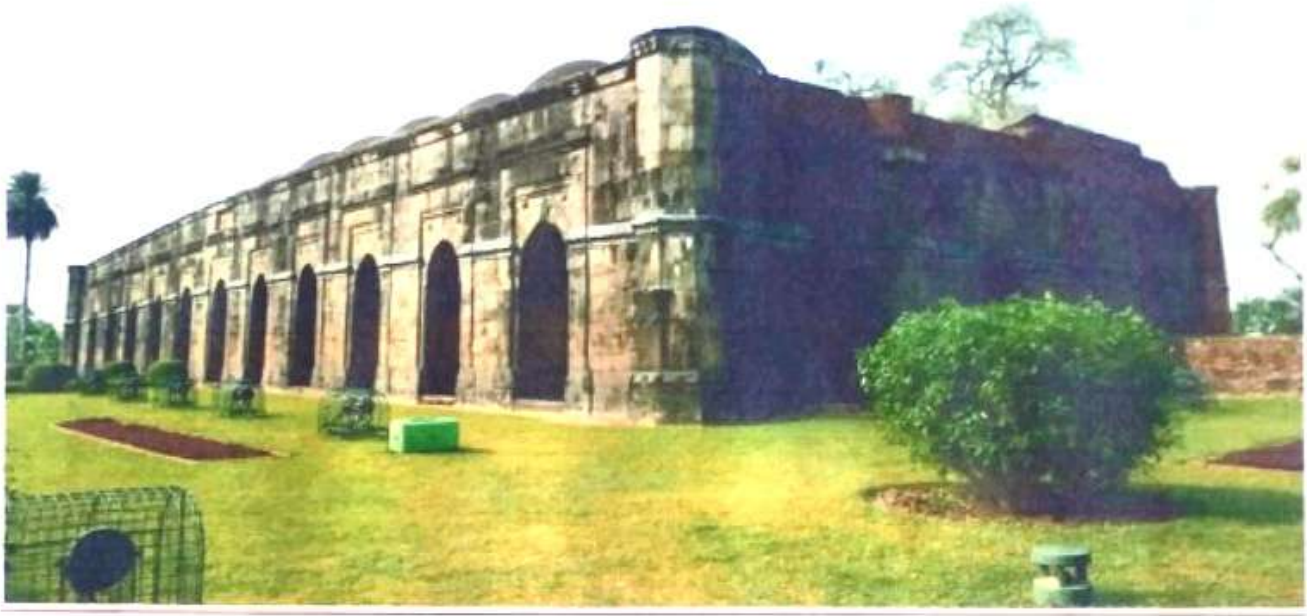

চিত্র নং ২ **বড়সোনা মসজিদ**

রামকেলি থেকে আধা কিলোমিটার দক্ষিণে বারোদুয়ারি মসজিদ। ইট এবং পাথরের একটি বিশাল আয়তাকার কাঠামো, এই মসজিদটি গৌরের বৃহত্তম স্মৃতিস্তম্ভ। যদিও নামের অর্থ বারোটি দরজা, এই স্মৃতিস্তম্ভটি আসলে এগারোটি দরজা রয়েছে। ৫০.৪ মিটার ২২.৮ মি. এবং ১২ মি. উচ্চতা পরিমাপের এই বিশাল মসজিদটির নির্মাণ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ শুরু করেছিলেন এবং তার পুত্র নাসিরুদ্দিন নুসরাত শাহ ১৫২৬ সালে সম্পন্ন করেছিলেন। ইন্দো-আরবি স্থাপত্য শৈলী এবং অলঙ্কৃত পাথরের খোদাই বারোদুয়ারীকে পর্যটকদের জন্য একটি বিশেষ আকর্ষণ করে তোলে।

page No- 5

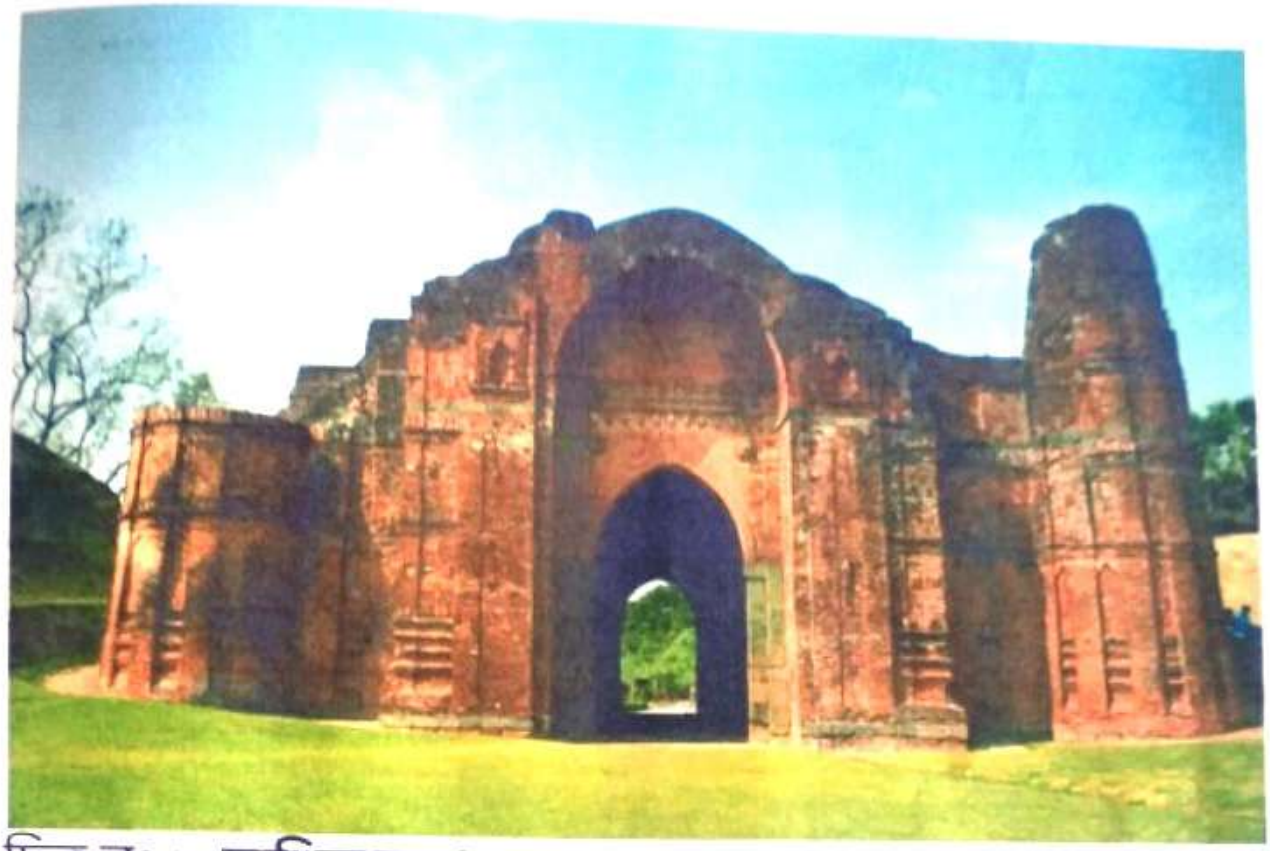

চিত্র নং ৩ **দাখিল দরওয়াজা**

এটি ১৪২৫ সালে নির্মিত একটি চিত্তাকর্ষক গেটওয়ে এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম স্মৃতিস্তম্ভ। ছোট লাল ইট এবং পোড়ামাটির কাজ দিয়ে তৈরি, এই প্রভাবশালী কাঠামোটি ২১ মিটারেরও বেশি উচ্চ এবং ৩৪.৫ মিটার চওড়া। এর চার কোণে পাঁচতলা উঁচু টাওয়ার রয়েছে। একবার দুর্গের প্রধান প্রবেশদ্বার হয়ে গেলে, এটি চারপাশের বাঁধ দিয়ে খোলে। দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, একটি ২০ মিটার উঁচু প্রাচীর একটি পুরানো প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষকে ঘিরে রেখেছে। অতীতে এখান থেকে কামান ছোড়া হতো। তাই গেটটি সালামী দরওয়াজা নামেও পরিচিতি লাভ করে।

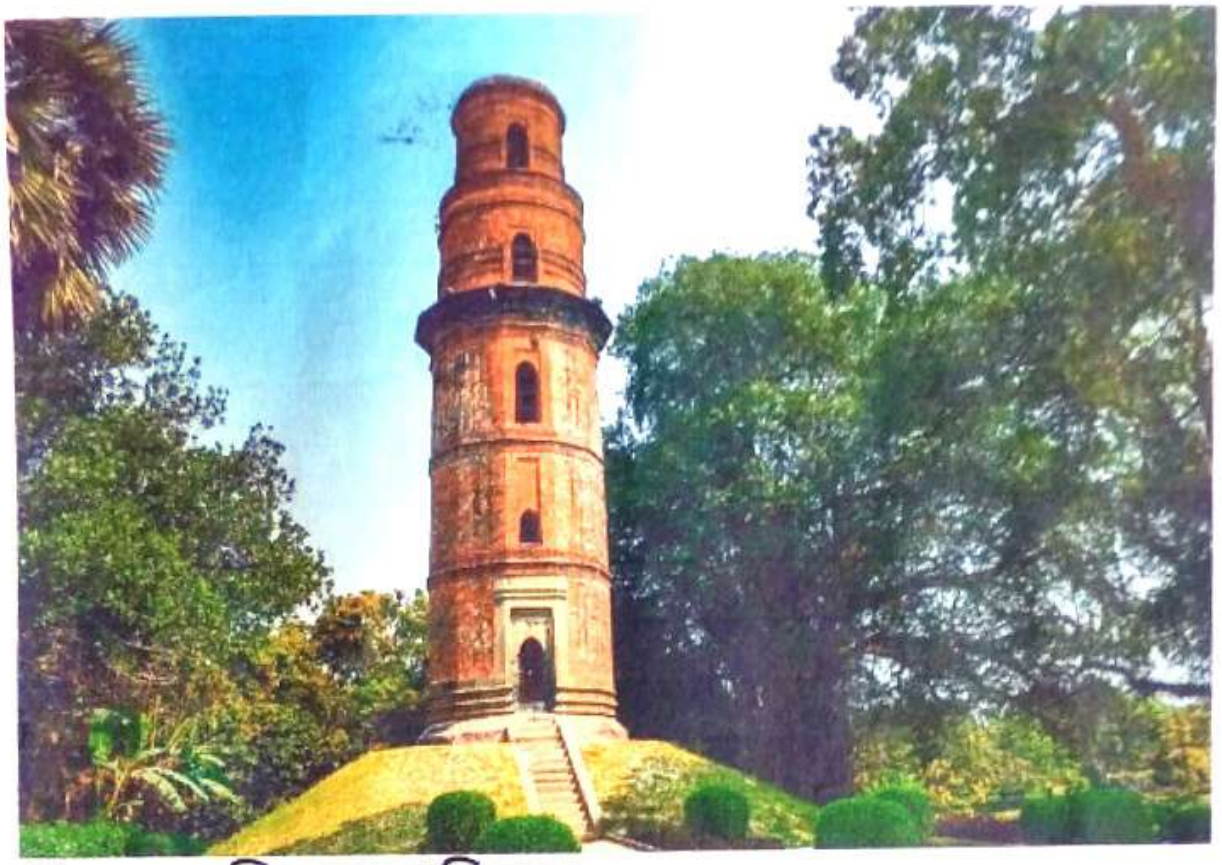

চিত্র নং ৪ **ফিরোজ মিনার**

দাখিল দরওয়াজা থেকে এক কিলোমিটার দূরে ফিরোজ মিনার। ১৪৮৫-৮৯ সালে সুলতান সাইফুদ্দিন ফিরোজ শাহ এটি নির্মাণ করেন। এই পাঁচ তলা টাওয়ার, কুতুব মিনারের অনুরূপ, ২৬ মি. উচ্চ এবং ১৯ মি. পরিধি মধ্যে টাওয়ারের প্রথম তিনতলার প্রতিটির বারোটি সন্নিহিত মুখ রয়েছে এবং উপরের দুটি তলা বৃত্তাকার। ৮৪ টি ধাপের একটি সর্পিল ফ্লাইট একটি টাওয়ারের শীর্ষে নিয়ে যায়। তুঘলকি স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত, ফিরোজ মিনারের দেয়ালগুলি জটিল পোড়ামাটির খোদাই দ্বারা আবৃত। এই ল্যান্ডমার্কটি পীর-আশা-মিনার বা চেরাগদানী নামেও পরিচিত।

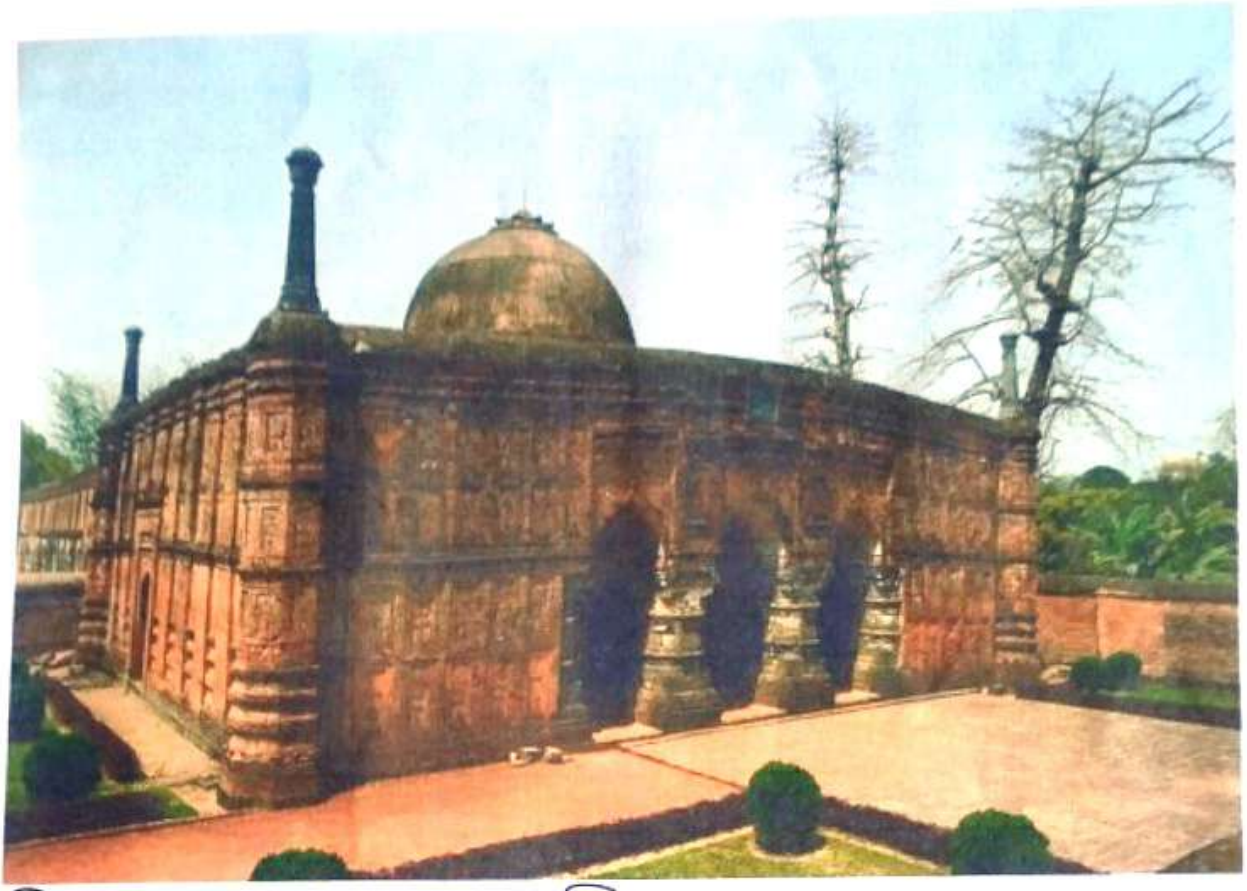

চিত্র নং ৫ কদম রসুল মসজিদ

কদম রসুল মসজিদের বিপরীতে আওরঙ্গজেবের সেনাবাহিনীর সেনাপতি ফতেহ খানের ১৭ শতকের সমাধি রয়েছে। এই আকর্ষণীয় স্থাপনাটি হিন্দু চালা শৈলীতে নির্মিত হয়েছিল। অল্প দূরেই রয়েছে মার্জিত তাঁতিপাড়া মসজিদ, এর জটিল পোড়ামাটির অলঙ্করণ।

page No-8

চিত্র নং ৬ লুকোচুরি দরওয়াজা

কদম রসূল মসজিদের দক্ষিণ-পূর্বে লখছিপি দরওয়াজা বা লুকোচুরি গেট অবস্থিত। শাহ সুজা ১৬৫৫ সালে মুঘল স্থাপত্য শৈলীতে এটি নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়। সুলতান তার বেগমদের সাথে লুকোচুরি করার রাজকীয় খেলা থেকে এই নামের উৎপত্তি। ইতিহাসবিদদের অন্য একটি স্কুলের মতে, এটি ১৫২২ সালে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। রাজপ্রাসাদের পূর্ব দিকে অবস্থিত, এই দ্বিতল দরওয়াজাটি প্রাসাদের প্রধান প্রবেশদ্বার হিসাবে কাজ করে। উদ্ভাবনী স্থাপত্য শৈলী এটিকে দেখার জন্য একটি আকর্ষণীয় স্থান করে তোলে

Page No-9

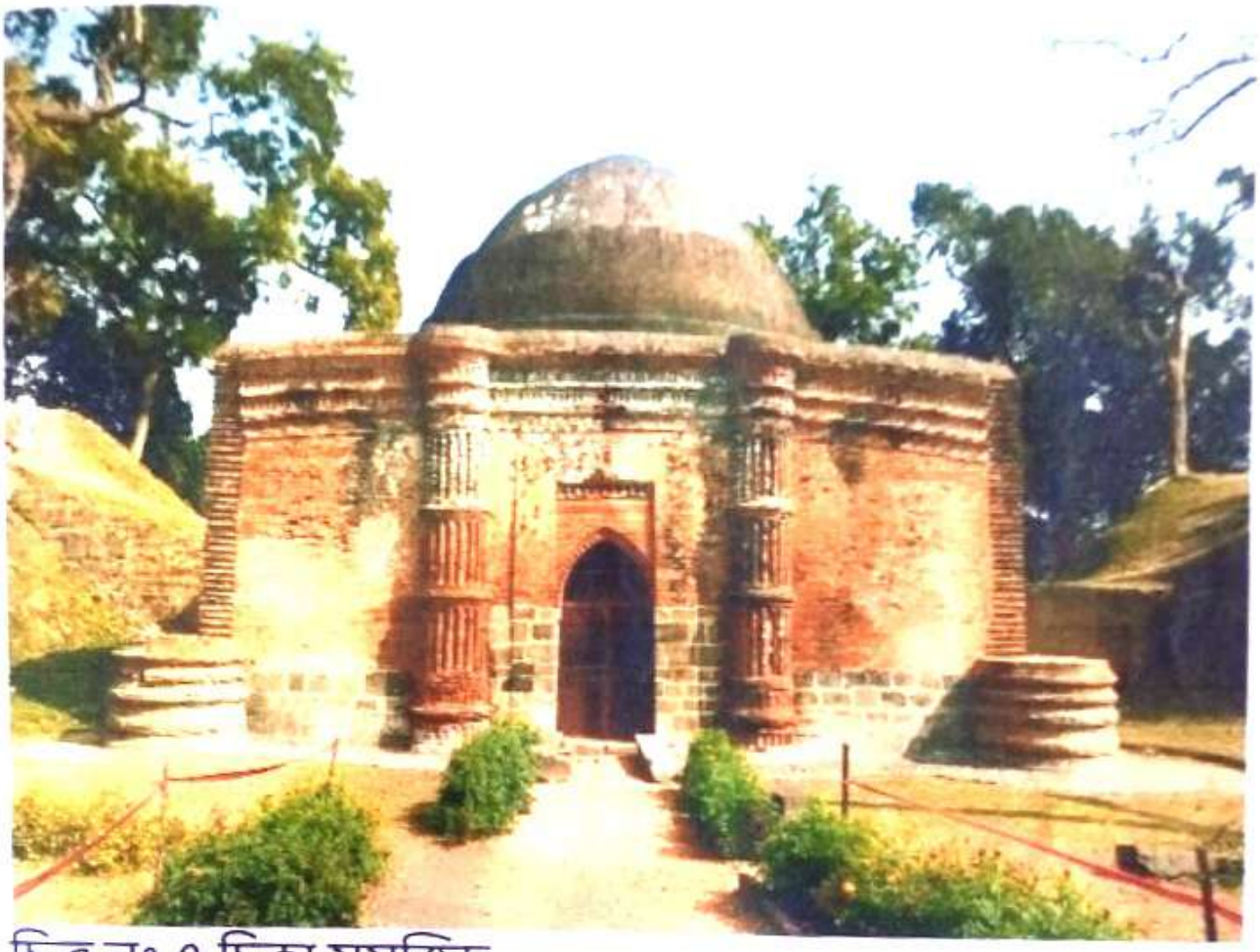

চিত্র নং ৭ চিকা মসজিদ

সুলতান ইউসুফ শাহ ১৪৭৫ সালে চিকা মসজিদ নির্মাণ করেন। এই নামের উৎপত্তি এই কারণে যে এটি প্রচুর সংখ্যক চিকা বা বাদুড়কে আশ্রয় দিত। এটি একটি একক গম্বুজ বিশিষ্ট ভবন, যা এখন প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। দেয়ালে সুন্দর অলংকৃত খোদাই এবং দরজা এবং লিন্টেলের পাথরের কাজগুলিতে হিন্দু মূর্তির ছবি এখনও আংশিকভাবে দৃশ্যমান। মসজিদটি হিন্দু মন্দির স্থাপত্যের নিদর্শনও বহন করে।

page No- 10

উপসংহার:-

ইতিহাসের খোঁজে আসা পর্যটকেরা আশেপাশে ঘুরে দেখে নিতে পারেন তাতিপাড়া মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ, লোটন মসজিদ, গুণ মন তো মসজিদ, চামকাটি মসজিদ, কোতোয়ালি দারওয়াজা,। শোনা যায় এই কোতোয়ালি দরওয়াজা দিয়েই নাকি বক্তিয়ার খলজি গৌড়ে প্রবেশ করেন।

গৌড় প্রাচীন বাংলার এক সমৃদ্ধশালী জনপদ। তৎকালীন বঙ্গদেশের রাজধানী গৌড় তার পোড়ামাটি ও লাল ইতের স্থাপত্য ের রংবেরঙের মিনা করা টালির কাজে ধরে রেখেছে কয়েকশো বছরের সময়ের স্মৃতি। বহু রাজবংশের উত্থান পতনের নিরব সাক্ষী গৌড় আজ বাংলার পর্যটন মানচিত্রে খানিকটা দুয়োরানির আসনে সময়ের ঝড়ে আর রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আগের জৌলুষ হারিয়ে হারিয়েছে অনেকটাই। তবুও ইতিহাসের টানে প্রতিবছরই দেশ-বিদেশ থেকে প্রচুর মানুষ আসেন গৌড় ভ্রমনে। শোনা যায় একসময় গুড়ের ব্যবসার জন্য এই জনপদ ছিল বিখ্যাত আর সেই থেকেই গৌড় নামটা এসেছে। আবার পুরান বলে সূর্যবংশীয় রাজা মান্ধাতার দৌহিত্র গৌড় এই অঞ্চলের অধীশ্বর ছিলেন সেখান থেকেই এই নামকরণ।

ঐতিহ্যবাহী এই জনপদের বেশিরভাগ অংশ এখন পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার অন্তর্গত, বাকি অংশ পড়েছে বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগের চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায়।গৌড়ের অবস্থান ছিল এখনকার মালদা জেলার দক্ষিণে গঙ্গা ও মহানন্দা নদীর মাঝখানে। প্রায় কুড়ি মাইল লম্বা ও চার মাইলপ্রস্থ নিয়ে গড়ে ওঠা সেকালের গৌরনগরের প্রবেশের মূল দ্বরণটি পরিচিত ছিল কোতোয়ালি দরওয়াজা নামে যা এখন ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমানার সীমান্তবর্তী চেকপোস্ট।

page No- 11

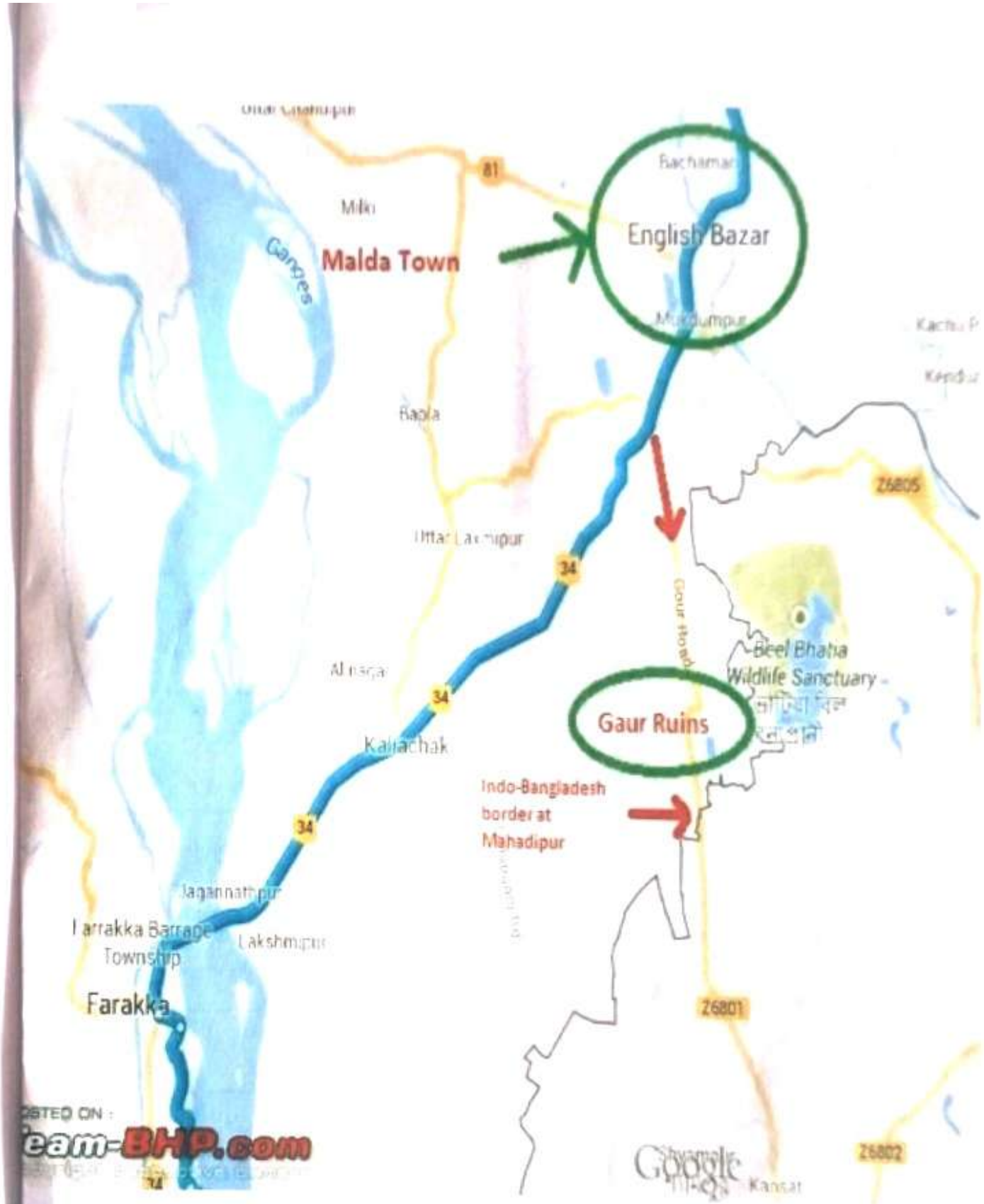

81
Milki
Ganges
Malda Town
English Bazar
Bapla
Z6805
Uttar Laxmipur
34
Gaur Road
Beel Bhatia
Wildlife Sanctuary
Gaur Ruins
Kaliachak
Indo-Bangladesh
border at
Mahadipur
Jagannathpur
Farakka Barrage
Township
Lakshmipur
Farakka
Z6801
Z6802
Team-BHP.com
Google
Kansat

page NO-12